লেখালেখি ও আমার ইঁদুর কপাল

বই পড়ার অভ্যাসটা গড়ে ওঠে একদম ছোট বেলা থেকেই আমার। এর জন্য অবশ্য দায়ী আমার আশপাশের মানুষজন। জীবনে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা উপহার হিসেবে পেয়েছি, তা হল বই। একটা সময় পর্যন্ত কোন প্রিয়-অপ্রিয় লেখকের বালাই না থাকলেও সর্বপ্রথম মনে জায়গা করে নেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন। মুহম্মদ জাফর ইকবালের “জলমানব” বইটা দেন কেউ একজন জন্মদিনে। একটু অবাক হই। কারণ তখনও আমি শিশুতোষ আঁকিবুঁকি করা প্রচ্ছদ সম্পন্ন বই দেখে ও পড়ে অভ্যস্ত। এই বইটার প্রচ্ছদের গুরুগাম্ভীর্য্য তখন এই শিশুতোষ মন সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু কৌতূহল বেড়ে গেল বইটার প্রতি। শুরু করি পড়া; শেষ না করে আর উঠতে পারিনি সেদিন। শিশুতোষ আঁকিবুঁকিওয়ালা বই থেকে বের হয়ে আসি তখনই। ধীরে ধীরে জাফর ইকবাল, আহসান হাবীব, হুমায়ুন আহমেদ, রকিব হাসান, মোশতাক হোসেন, সুমন্ত আসলাম, ইমদাদুল হক, সত্যজিৎ রায়, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বিচরণ চলে আমার। মুরাকামি, ম্যাক্সিম গোর্কি, ড্যান ব্রাউন, কিংবা পাওলো কোয়েলহো ও আছেন লিস্টে। কিন্তু খায়েশ একখানা থেকেই যায় অপূর্ণ। লেখালেখি করার।

বই পড়ার পরিমাণ যতই বাড়তে থাকল, দিনকে দিন তত বেশি বাড়তে থাকল লেখার ইচ্ছা। তবে ব্যাপারটা এমন ছিল না যে গল্প-উপন্যাস লিখব কিংবা কোন নির্দিষ্ট গোছের পাঠকদের কথা ভেবে কিছু লিখব। ইচ্ছাটা ছিল একান্তই নিজের জন্য। “মনে যা আসে তাই লিখে রাখব” -এমন ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু হায়! খাতা কলম হাতে নিলেই মাথা ফাঁকা। এ তো বিশাল ফ্যাঁকড়া রে বাবা। সমাধান খুঁজতে শুরু করি। পেয়েও গেলাম। ডায়েরী লিখব। প্রতিদিনের ঘটনা ডায়েরী তে লিখে রাখব। যেই ভাবা, সেই কাজ। টিফিনের টাকা জমিয়ে স্ট্রাইপ্ড ডিজাইনের মলাটওয়ালা খুব সুন্দর একটা ডায়েরী কিনে ফেললাম। শুরু হল আমার লেখালেখি।

আলসেমির উচ্চতা কত খানি আমার, সেই উপলব্ধি হয়ে গিয়েছিল এই ডায়েরী লিখতে গিয়ে। একদিন লিখি তো দশ দিন কোনো খবর নাই। হঠাৎ-ই একদিন খেয়াল হল ডায়েরীতে কিছু লেখা হয় না প্রায় ছয়-সাত মাস। বুঝে গেসি। হবে না। ডায়েরী লেখালেখি আমার জন্য না। সেদিন সুন্দর করে তুলে রেখেছিলাম ডায়েরীটা। বেশ পছন্দের ছিল জিনিসটা আমার। তাই এই অতিরিক্ত যত্ন।

ডায়েরীর এই ঘটনা ক্লাস সেভেনের। এরপর অনেক দিন লেখালেখির ভূত দেখা সাক্ষাৎ না দিলেও ক্লাস টেনে ভূত আবার হাজির। কিশোর কন্ঠে লেখা আহ্বান এর নোটিশ দেখে ভাবলাম, “নাহ। আমি লিখব। আমাকে লিখতেই হবে।” হারামজাদা ভূতটাকে তখনই বিদায় করা উচিত ছিল। তা না করে, বসলাম দুইশ পৃষ্ঠার এক খাতা নিয়ে। আমি উপন্যাস লিখব। কি উপন্যাস? বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। সায়েন্স ফিকশন।

ক্লাস এইট আর নাইনে থিওরি অব রিলেটিভিটি নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি করার সুবাদে, মাথার ভূতের প্ররোচনায় সিদ্ধান্ত নিলাম “স্পেস টাইম সিঙ্গুলারিটি” এর উপর ভিত্তি করেই লিখব একটা উপন্যাস। থ্রিল থাকবে উপন্যাসে, রোমান্স থাকবে। হাস্যরস থাকবে আবার ট্র্যাজেডিও থাকবে। মানে দুনিয়ার সব ধরনের অনুভূতি একত্র করে বিশাল এক জগাখিচুড়ি পাকানোর স্বপ্ন নিয়ে শুরু করলাম লেখা।

ভালোই এগোচ্ছিল আমার উপন্যাস। কিন্তু কী মনে করে, আশি-পঁচাশি পৃষ্ঠার মত লিখে, উপন্যাস শেষ না করেই এক বন্ধুকে দেই পড়ার জন্য একদিন। আর ফেরত পাইনি সেই খাতা। ব্যস! রাগে দুঃখে তখনি ঝাড়ু পেটা করে মাথা থেকে লেখালেখির ভূত নামাই।

ভূত নেমেছিল ঠিকই, তবে সামনে খাতা আর হাতে একটা কলম থাকলে হাত সামলাতে কষ্ট হয় এখনও। প্রিয় কোনো গানের কথা লিখি তখন; অথবা প্রিয় কোনো উক্তি। কিন্তু এক্ষেত্রে খুবই অদ্ভুত এক কাজ করি আমি। লাইন করে না লিখে একটা শব্দের উপরেই আরেকটা শব্দ লিখি। ফলে দুই-তিন শব্দের পর আর বোঝার সাধ্য নাই কী লেখা সেখানে। কিন্তু লেখা থামে না, যতক্ষণ না মনে সন্তুষ্টি আসে। কেন করি এ কাজ? জানি না আমি নিজেও।

ভূত যেহেতু তখন বিতাড়িত, অতএব এরপর আর কিছু লিখা হয়নি ভার্সিটিতে আসার আগ পর্যন্ত। কিন্তু প্রথম বর্ষে আসার পর, চতুর্থ ব্যাচের ভাইয়া-আপুরা ভারত ভ্রমণের আগে তাঁদের স্যুভেনিরের জন্য যখন লেখা চাইলেন, তখন মনে হল, কী আছে জীবনে! লিখি কিছু একটা। লিখলাম। এ-ফোর সাইজের কাগজে দেড় পৃষ্ঠা সমান একটা গল্প। সাইকো থ্রিলার। এই প্রথম নিজের লেখায় নিজে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়ে খুশি মনে ঘুমাতে গেলাম সে রাতে, পরের দিন প্রুফ রিডিং করে পাঠিয়ে দিব, এই ভেবে। সকালে উঠে দেখি ফাইল করাপ্টেড। এবার আর রাগ হল না। হতাশও হলাম না। গুরুত্বই দিলাম না পুরো ব্যাপারটাকে। যেন কিছুই হয়নি। এরপর আরো ৫টি স্যুভেনিরের জন্য লেখা চাওয়া হল, কিন্তু কিছু লিখতে আর মন চায় নি।

অতঃপর, ২০১৮ এর জানুয়ারির কোনো একদিন। ফেসবুকে একটা লেখা পড়ে বিশাল ভক্ত হয়ে যাই এক পূর্ব পরিচিত মানুষের। জানতাম না উনি যে প্রায়শই লেখালেখি করেন। কথা বলতে বলতেই পরে একদিন তাঁকে বলি লেখালেখি নিয়ে নিজের এই সব তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। কোনোদিন আমার কোনো লেখা পড়েননি তিনি, অথচ তার পরেও সব শুনে কেন আমাকে লেখার জন্য উৎসাহিত করলেন জানি না আমি। উৎসাহ পেয়েই ভাবলাম, লিখি না হয় আবার। তাছাড়া এবার তো স্যুভেনির আমরাই সম্পাদনা করছি। থাকল না হয় সেখানে আমার একটা লেখা। আমার একমাত্র লেখা।

রাত বাজে ৪টা ৩৮। লেখা প্রায় শেষ। এবার আর আগের মত ভুল করছি না। শেষ করেই সেইভ করে সোজা আতিকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে, এক কপি ড্রাইভে রেখে তারপর যাচ্ছি ঘুমাতে। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে এবারও ভাগ্যে খারাপ কিছুই আছে। এই লেখাও হারিয়ে যাবে হয়তো। এবার যদি এমন কিছু হয়, কোটি টাকা দিলেও আমি আর লেখালেখির মধ্যে নাই। এখানেই ক্ষান্ত।